3rd Sem (G)

Hunter Commission (1882)
ভারতের প্রথম শিক্ষা কমিশন

ভূমিকা :-

⇒ 1854 সালে ডেসপ্যাচ অনুসারে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হল, সরকারী অনুদান ব্যবস্থা চালু হল, ডাক্তারী, আইন, স্ত্রী শিক্ষা প্রভৃতি প্রসারিত হল ঠিকই কিন্তু তা আশানুরূপ হয় নি, ভারতীয় শিক্ষার তেমন কোনো সমাধান হয়নি, কারণ কারিগরী শিক্ষা স্বীকৃতিলাভ করেনি, সরকারী অনুদানের বেশিরভাগ অংশই আদায় করল মিশনারী সম্প্রদায়, একমুখী মানবিক বিদ্যা বড় হয়ে উঠলো। মাতৃভাষায়-শিক্ষাদানের কথা বলা হলেও ইংরেজী ভাষার প্রাধান্য থেকে যায়, ডেসপ্যাচে প্রাথমিক শিক্ষা দায়িত্ব গ্রহণের কথা বলা হলেও পঁচিশ বছর পার হওয়ার পরেও ভারতীয় গণ প্রাথমিক শিক্ষাকে সার্বজনীন করার জন্য আবেদন জানায়, পরবর্তী পর্যায় মিশনারীরা সরকারের কাছে নানান সুযোগ সুবিধা পাবেন বলে আশা করেছিল কিন্তু সরকারী কর্মচারীদের সাথে তাদের বিরোধ শুরু হয় ফলে মিশনারীরা ইংল্যান্ডে প্রচণ্ড আন্দোলন গড়ে তোলে, ফলে জাতীয় নেতৃবৃন্দের সঙ্গে মিশনারীদের সংঘর্ষ শুরু হয় তার ফলে শিক্ষাক্ষেত্রে নতুন সমস্যা দেখা দেয়,

এই বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের জন্য লর্ড রিপন 1882 সালে W. W. Hunter এর নেতৃত্বে একটি শিক্ষা কমিশন গঠন করেন, যা ভারতের প্রথম শিক্ষা কমিশন বা Hunter কমিশন নামে পরিচিত,

কমিশনের উদ্দেশ্য :-

① কমিশনের কাজ হল সরকারী, মিশনারী ও ভারতীয় প্রয়াসের সমন্বয় নির্ণয় করা।

② প্রাথমিক শিক্ষা, নারী শিক্ষা, মুসলিম শিক্ষা ও অনুন্নত সম্প্রদায়ের শিক্ষার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি,

⊛ কমিশনের সদস্যগণ আট মাস ধরে দেশব্যাপী সফর
করে শিক্ষার অবস্থা ও প্রয়োজনীয় তথ্যাদি সংগ্রহ
করে, 1833 খ্রী: কমিশন 222 টি প্রস্তাব সহ 600
পৃষ্ঠার একটি রিপোর্ট পেশ করে যেখানে ভারতের
অর্থনৈতিক অবস্থা, শিক্ষাব্যবস্থা, কোম্পানী ও ইংরেজ শাস-
নের শিক্ষার অগ্রগতি এবং শিক্ষার বিভিন্নদিক নিয়ে
সুচিন্তিত অভিমত প্রকাশ করে।

* প্রাথমিক শিক্ষা:-

কমিশন প্রাথমিক শিক্ষার গুরুত্ব উপল
করে বলেছেন যেকোনো জাতীয় ব্যবস্থায় প্রাথমিক শিক্ষার বিস্তার ও উন্নয়নের প্রতি সবচেয়ে বেশি নজর দেওয়া
উচিত, এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য কমিশন আর্থিক সুযোগ
পাঠ্যক্রম নির্ধারণ, শিক্ষক-শিক্ষণ, পরিচালনা প্রভৃতি
বিষয়ে মোট 36 টি সুপারিশ করেন, কমিশন প্রাথমিক শিক্ষাকে সার্বজনীনের জন্য স্বয়ংসম্পূর্ণ (Self-Sufficient) শিক্ষা রূপের গড়ে তুলতে চেয়েছেন।

• সংগঠন গত দিক •

① কমিশনের মতে, ভারতীয়দের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত
এবং দেশীয় পদ্ধতিতে পরিচালিত প্রাথমিক বিদ্যালয়
গুলিকে সরকারী স্বীকৃতিদান করতে হবে, এবং সেই
বিদ্যালয়গুলিকে সরকারী ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

② সরকারী অনুদান গ্রহণ করলে এইসব স্কুলগুলিতে
জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে ছাত্র ভর্তি করাতে হবে।

অর্থাৎ সকলের কাছে দ্বার উন্মুক্ত করতে হবে।

③ প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে অনুন্নত অঞ্চল ও জনসমষ্টির প্রতি দৃষ্টি রাখতে হবে।

④ ভারতীয়দের মধ্যে থেকে বিদ্যালয় পরিদর্শক নিয়োগ করতে হবে,

Ⓑ **শিক্ষার মাধ্যম :**

কমিশনের মতে প্রাথমিক শিক্ষার মাধ্যম হবে আঞ্চলিক ভাষা,

Ⓒ **পাঠ্যক্রম :**

জীবনের পক্ষে যা সর্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় সেইসব বিষয় শেখাতে হবে, কমিশনের নির্দেশ নিয়ে পাঠ্যক্রম যথাসম্ভব সহজ ও স্থানীয় প্রয়োজনের অনুযায়ী তৈরি করতে হবে, দেশীয় গণিত, হিসাব-নিকাশ, ভূমি জরিপ, প্রাথমিক বিজ্ঞান, সাধারণ জ্ঞান এবং কৃষি বিদ্যা, স্বাস্থ্য ও শিল্পকলা